কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৪৩তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভা গত ২৪/০১/২০০২খ্রি. তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের (বিএআরসি) সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কারিগরি কমিটির চেয়ারম্যান এবং নির্বাহী চেয়ারম্যান বিএআরসি, ডঃ এম, নূরুল আলম এর মন্ত্রণালয়ে জরুরী সভা থাকায় তিনি প্রফেসর ডঃ আব্দুল হালিম খান, ভাইস চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে ৪৩তম সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য অনুরোধ করেন। এ প্রেক্ষিতে প্রফেসর ডঃ আব্দুল হালিম খান এর সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হয়। সভা চলার কিছুক্ষণ পরে সভাপতি মহোদয় ডঃ হালিম খান বিশেষ জরুরী কাজে অন্যত্র চলে যাওয়ায় তিনি ডঃ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য) কে সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সভাপতির দায়িত্বভার হস্তান্তর করেন। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য সূচী অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক, জনাব মতিলাল বণিককে অনুরোধ করেন। সদস্য সচিব আলোচ্য সূচী অনুযায়ী আলোচনার সূত্রপাত করেন।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

সদস্য সচিব জানান যে, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ২৩/৮/২০০১ ইং তারিখের ১১৫৭ (১৮) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে কমিটির সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয় এবং এ ব্যাপারে কোন সদস্যের নিকট থেকে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি এবং অদ্যকার সভায় ও কোন সদস্য মন্তব্য করেননি।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি অদ্যকার সভায় পাঠ করা হয়। সকল সদস্য উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি অবহিত হন এবং সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ হাইব্রিড ধানের DUS Test পদ্ধতি অনুমোদন এবং মাঠমান (Field Standard) ও বীজমান (Seed Standard) নির্ধারণ।

গত ২২/৩/২০০১ইং তারিখে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৯তম সভার আলোচ্য বিষয় ৬ এ বর্ণিত বিষয়ে হাইব্রিড ধানের DUS Test পদ্ধতিটির প্রয়োজন আছে কি না এবং প্রয়োজন থাকলে পদ্ধতি প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ব্রিডারগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে বলে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটি নিম্নরুপ ঃ

১। ডঃ মোঃ আব্দুল খালেক মিঁয়া, প্রফেসর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,	আহ্বায়ক
২। ডঃ আব্দুল আউয়াল, পিসিবি (গ্রেড-১), বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঈশ্বরদী, পাবনা	সদস্য
৩। জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, সিএসও, ব্রি, গাজীপুর	সদস্য
৪। ডঃ এম এ হামিদ, পরিচালক (গবেষণা), বিনা, ময়মনসিংহ	সদস্য
৫। জনাব মোঃ গাজীউল হক, ব্যবস্থাপক (খামার), বিএডিসি, ঢাকা	সদস্য
৬। জনাব রুহুল আমীন সরওয়ার, সিএসও, জিআরএস, বারি, গাজীপুর	সদস্য
৭। জনাব ননী গোপাল রায়, সিএসটি, এসসিএ, গাজীপুর।	সদস্য-সচিব।

উক্ত কমিটি ১৫/৫/২০০১ ইং তারিখে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট তাঁদের প্রতিবেদন পেশ করবেন। কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভায় আলোচ্য বিষয়-৩ এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক F1 হাইব্রিড ধান বীজের মাঠমান (Field Standard) ও বীজমান (Seed Standard) নির্ধারণপূর্বক পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট তাঁদের প্রতিবেদন পেশ করেন। দাখিলকৃত হাইব্রিড ধানের DUS Test পদ্ধতিটি মোঃ জাকির হোসেন, ভ্যারাইটি টেষ্টিং অফিসার, বীজ প্রতয়ন এজেন্সী, গাজীপুর কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভায় উপস্থাপন করেছিলেন এবং F1 হাইব্রিড ধান বীজের মাঠমান (Field Standard) ও বীজমান (Seed Standard) ছকপত্র মোতাবেক ৪৩তম সভায় উপস্থাপন করেন।

উক্ত বিষয়সমূহের ওপর আলোচনার সূচনা করে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী গঠিত কমিটির নিকট জানতে চান যে, হাইব্রিড ধানের মাঠমান ও বীজমান কোন দেশের Standard কে পর্যালোচনা করে নির্ধারণ করা হয়েছে। মাঠমান ও বীজমান নির্ধারক বিষয়ক কমিটির আহবায়ক ডঃ মোঃ আব্দুল খালেক মিয়া, প্রফেসর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় জানান যে, চীন ও বাংলাদেশের এ সংক্রান্ত স্বীকৃত তথ্যাবলী পর্যলোচনা করে F1 হাইব্রিড ধান বীজের মাঠমান (Field Standard) ও বীজমান (Seed Standard) নির্ধারণ করা হয়েছে। যে সব তথ্যাদি (Literature) মাঠমান ও বীজমান তৈরীর জন্য পর্যলোচনা করা হয়েছে তা reference আকারে উল্লেখ থাকলে ভাল হয় বলে সভায় উপস্থিত সদস্যরা মত প্রকাশ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) হাইব্রিড ধানের প্রস্তাবিত DUS Test পদ্ধতিটি জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

(২) F1 হাইব্রিড ধান বীজের মাঠমান (Field Standard) ও বীজমান (Seed Standard) জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ আলুর DUS Test পদ্ধতির অনুমোদন।

নিয়ন্ত্রিত ফসলের ক্ষেত্রে ডিইউএস টেষ্ট করা জাত ছাড়করণের একটি বিশেষ অংশ হিসাবে স্বীকৃত। সে লক্ষ্যে ইতিমধ্যে ধান, গম ও পাট এই তিনটি ফসলের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতি জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং এসসিএ গাজীপুরের নিজস্ব কন্ট্রোল ফার্মে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। আলু এটি নিয়ন্ত্রিত ফসলের অন্তর্ভূক্ত বিধায় এ ফসলের ডিইউএস টেষ্ট কার্যক্রমও শুরু করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে গত ২০/০১/২০০১ইং তারিখে এসসিএ গাজীপুর এর সভা কক্ষে আলুর ডিইউএস টেষ্ট Procedures and Descriptors Development এর উপর এসসিএ, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, ডিএই, বিএডিসি, বীজ উইং ও বিএইউ এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে দিনব্যাপী একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় আলুর ডিইউএস টেষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে একটি খসড়া পদ্ধতি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় আলুর ডিইউএস টেষ্ট বিষয়ে বিস্তরিত আলোচনান্তে একটি খসড়া পদ্ধতি প্রনয়ণ করা হয় এবং ইহাকে অধিকতর সঠিক ও নির্ভূল করার জন্য সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটি নিম্নরুপ ঃ

১। ডঃ মোঃ আবদুস ছিদ্দিক, প্রফেসর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	আহবায়ক
২। ডঃ মোঃ ইকবাল আখতার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, টিসিআরসি, বারি, গাজীপুর	সদস্য
৩। জনাব মোঃ সাদেক আলী, পিএসও, বারি, গাজীপুর	সদস্য
৪। এ কে এম ফসিউল আলম, উপ-পরিচালক, ডিএই, খামারবাড়ী, ঢাকা	সদস্য
৫। জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন, ব্যবস্থাপক (বীপ্রকে), বিএডিসি, ঢাকা	সদস্য
৬। জনাব মোঃ জাকির হোসেন, ভিটিও, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর	সদস্য
৭। জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, মাননিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, এসসিএ, গাজীপুর	সদস্য-সচিব।

উক্ত কমিটি গত ০১/০২/২০০১ ইং তারিখে বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে পদ্ধতিটি চূড়ান্ত করে। সভায় কমিটির সদস্য সচিব ও মাননিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, জনাব আব্দুর রহিম হাওলাদার পদ্ধতিটির সাধারণ বর্ণনা (General discription) উপস্থাপন এবং কমিটির সদস্য ডঃ মোঃ ইকবাল আখতার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, টিসিআরসি, বারি, গাজীপুর পদ্ধতিটির Mininum list of characters সমূহ বর্ণনা করেন। আলোচনাকালে পরিচালক (কৃষি), বিজেআরআই বলেন যে, পদ্ধতিটির General discription এর Test layout year-1 এর At normal seed rate এর স্থলে At recommended seed rate হলে ভাল হবে। জনাব মোঃ খায়রুল বাসার, পিএসও, ব্রি, উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন Growth stage সমূহের বর্ণনা\Appendix- এ সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে তাৎক্ষনিকভাবে পদ্ধতিটির সংশোধনী আনা হয়। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ আলুর প্রস্তবিত ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতিটি অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ প্রস্তাবিত তোষাপাটের (ও-৭২) ট্রায়ালকৃত কৌলিক সারিটির মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং ডিইউএস টেষ্ট এর ফলাফল মুল্যায়ন পূর্বক জাত হিসাবে অনুমোদন।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত তোষাপাট ও-৭২ কৌলিক সারিটি ২০০১-২০০২ বৎসরে ৫টি অঞ্চলে (ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, যশোর ও রংপুর) মাঠ মূল্যায়নের জন্য যথাক্রমে ২,১,২,২,২টি=৯টি প্লট (কৃষকের মাঠে) স্থাপন করা হয়। মাঠ মূল্যায়নের জন্য ৫টি অঞ্চলের ৯টি প্লটের মূল্যায়ন ফলাফল ছকে (সংযোজিত) উপস্থাপন করা হলো। সব জায়গাতেই চেক জাত হিসাবে ও-৯৮৯৭ জাতটি ব্যবহার করা হয়েছে। মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রায় সকল স্থানেই চেক জাতের (ও-৯৮৯৭) তুলনায় প্রস্তাবিত (ও-৭২) সারিটির উচ্চতা ও গোড়ার ব্যাস বেশী (গড় উচ্চতা চেক জাতঃ ৩.১৬ মিঃ প্রস্তাবিত জাতেরঃ ৩.৩৭ মিঃ এবং গড় গোড়ার ব্যাসঃ চেক জাত ঃ ১৫.৭৯ মিঃমিঃ এবং প্রস্তাবিত জাতেরঃ ১৭.৮৭ মিঃমিঃ)। প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটির পাতার বৈশিষ্ট্য ৫টি অঞ্চলেই ওভেট (Ovate) পাতা সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ করেছেন। রোগ ও পোকার আক্রমণ ক্ষতির পর্যায়ে পড়েনা। ৫টি অঞ্চলেই ছাড়করণের পক্ষে (হ্যাঁ) মতামত দিয়েছে।

DUS Test of proposed variety (0-72): the *olitorius* candidate variety 0-72 is characterised by ovate leaf shape. This character of 0-72 is sufficiently distinct from the released *olitorius* varieties which have (0-9897) ovate lanceolate and lanceolate leaf shape. First flowering of the proposed and check varieties were noted 158 and 164 days respectively. Therefore the distinctness was confirmed. Uniformity study revealed that 4 out of 1000 plants i.e. 0.4% were offtypes. These offtypes had lanceolate leaf shape. So, the candidate variety (0-72) was uniform. Stability : In test plots 1st, 2nd and 3rd year in repeated propagation there was no variation and segregation noted, so stability confirmed.
Conclusion : the proposed variety (0-72) is distinct with check variety (0-9897) by ovate shaped leaves.

আলোচনার সূচনা করে ডঃ শামসুদ্দিন, পিএসও, বিজেআরআই জাতটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ও-৯৮৯৭ এবং ও-৭২ তুলনামূলকভাবে আলোচনা করেন। প্রস্তাবিত জাতের সারের মাত্রা চেক জাতের চেয়ে তুলনামূলক কম লাগে। প্রস্তাবিত জাতের বয়স ১২০ দিন হলেই কাটার উপযুক্ত হয়। ডিইউএস টেষ্ট এর প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত জাতের প্রথম ফুল আসার তারিখ বপন থেকে ১৫৮ দিন এবং চেক জাতের বপন থেকে ১৬৪ দিন এবং সারিটির সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট হিসেবে ওভেট পাতার উল্লেখ রয়েছে। চেক জাতের চেয়ে সার্বিক বিবেচনায় উন্নত বিধায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) বীজ প্রত্যয়ন ফি পুনঃ নির্ধারণ প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ

বীজ প্রত্যয়ন ফি পুনঃ নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনায় সকল সদস্য একমত পোষণ করেন যে, বীজ প্রত্যয়ন ফি পুনঃ নির্ধারন করা আবশ্যক এবং এ বিষয়ে নিম্নলিখিত সদস্যবর্গের সমন্বয়ে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উক্ত কমিটিকে বীজ প্রত্যয়ন ফি পুনঃ নির্ধারণপূর্বক একটি সুপারিশসহ সদস্য-সচিব কারিগরি কমিটির নিকট পত্র জারীর ৪৫ দিনের মধ্যে প্রেরণ করতে বলা হয়।

কমিটি নিম্নরুপ ঃ

১। ডঃ জি এম পানাউল্লা, পরিচালক (কৃষি), বিজেআরআই, ঢাকা	আহবায়ক
২। জনাব এ কে এম ফসিউল আলম, উপ-পরিচালক, ডিএই, খামারবাড়ী, ঢাকা	সদস্য
৩। জনাব মোঃ গাজীউল হক, ব্যবস্থাপক (খামার), বিএডিসি, ঢাকা	সদস্য
৪। জনাব মোঃ খায়রুল বাসার, পিএসও, বিআরআরআই, গাজীপুর	সদস্য
৫। জনাব মোঃ রেজাউল করিম, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য
৬। সভাপতি, সীডম্যান সোসাইটি অব বাংলাদেশ লিঃ, ঢাকা	সদস্য
৭। জনাব ননী গোপাল রায়, সিএসটি, এসসিএ, গাজীপুর	সদস্য-সচিব

বিবিধ ঃ ক) বীজ প্রত্যয়ন ফি পুনঃ নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

সিদ্ধান্ত ঃ গঠিত কমিটি পত্র প্রাপ্তির ৪৫ দিনের মধ্যে বীজ প্রত্যয়ন ফি পুনঃ নির্ধারণপূর্বক একটি পুর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন ও সুপারিশমালা প্রণয়ন করে কারিগরি কমিটির সদস্য সচিব ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট প্রেরণ করবে।

বিবিধ ঃ খ) To specify obnoxious weeds of notified crops in Bangladesh প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আলোচনা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে সকল সদস্য মতামত দেন যে, দেশে নোটিফাইড ফসলে আপত্তিকর আগাছার শতকরা হার উল্লেখ থাকলেও ফসলভিত্তিক আগাছার তালিকা উল্লেখ নেই বিধায় অনেক ক্ষেত্রে বীজ উৎপাদন, বীজ প্রত্যয়ন, গবেষক ও মাঠ কর্মিগণ বিশেষ বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এহেন অবস্থা নিরসনে দেশে নোটিফাইড ফসলের obnoxious weeds এর একটি সুনির্দিষ্ট তালিকা প্রণয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত কমিটি গঠণের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কমিটি নিম্নরূপ ঃ

১। ডঃ গাজী জসিমউদ্দিন, বিভাগীয় প্রধান, কৃষিতত্ব বিভাগ, ব্রী, গাজীপুর	আহবায়ক
২। জনাব মোঃ জালালউদ্দিন, ব্যবস্থাপণ (বীপ্রক), বিএডিসি, ঢাকা	সদস্য
৩। প্রতিনিধি, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বারি, গাজীপুর	সদস্য
৪। প্রতিনিধি, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বিনা, ময়মনসিংহ	সদস্য
৫। জনাব মোঃ রফিক হায়দার, উপ-পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ী, ঢাকা	সদস্য
৬। জনাব মোঃ নাসিমূল বারি, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৭। জনাব ননী গোপাল রায়, সিএসটি, এসসিএ, গাজীপর	সদস্য-সচিব

সিদ্ধান্ত ঃ নোটিফাইড ফসলের আপত্তিকর আগাছার (Obnoxious weed) তালিকা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করে গঠিত কমিটি একটি পুর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক সুপারিশসহ পত্র জারীর ৪৫ দিনের মধ্যে কারিগরি কমিটির সদস্য সচিব ও পরিচালক, বীজ প্রত্যযন এজেন্সী, গাজীপুর এর নিকট প্রেরণ করবে।

বিবিধ ঃ গ) কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের দুইটি সদস্য পদ স্থলাভূক্তকরণ প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

উক্ত বিষয়ে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, ভাইস চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় মহোদয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকেন বিধায় তার পক্ষে কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থিত থাকা অনেক সময় সম্ভব হয় না। তাঁর পরিবর্তে বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে সদস্য হিসেবে রাখা যেতে পারে। সভায় আরো আলোচনা হয় যে, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (প্রজনন) তূলা উন্নয়ন বোর্ড এর পদটি বর্তমানে রংপুরে আছে বিধায় তার পক্ষে কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থিত থাক সম্ভব হচ্ছেনা। এব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়ের পরিবর্তে বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে সদস্য হিসাবে মনোনয়নের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।
খ) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (প্রজনন), তূলা উন্নয়বোর্ড, খামারবাড়ী, ঢাকা এর পরিবর্তে উপ-পরিচালক, সদর দপ্তর, তূলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ী, ঢাকাকে সদস্য হিসেবে মনোনয়নের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মতিলাল বণিক)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ এম নূরুল আলম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা।